49987 - যে ব্যক্তির কিডনি বিকল হয়ে গেছে সে কিভাবে রোযা রাখবে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যে ব্যক্তির কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে এবং প্রতিদিন তার ডায়ালেসিস করতে হয় সে কিভাবে রোযা রাখবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল (১০/১৯০): কোন ব্যক্তি রোযা-রাখা অবস্থায় তার ডায়ালাইসিস করা হলে রোযার কি কোন ক্ষতি হবে?

জবাবে তাঁরা বলেন: ডায়ালাইসিস কিভাবে করা হয়, ডায়ালাইসিস এর সাথে অন্য কোন ধরণের ক্যামিকেল মেশানো হয় এবং এ ডায়ালাইসিস এর মধ্যে কি কোন খাদ্যদ্রব্য আছে, এ বিষয়গুলো জানানোর জন্য রিয়াদস্থ কিং ফয়সাল স্পেশাল হাসপাতাল ও সামরিক হাসপাতালে পত্র দেয়া হয়েছে,? উত্তরে তারা জানান যে, ডায়ালাইসিস বলতে বুঝায় রোগীর শরীরের সব রক্ত বের করে একটি যন্ত্রে (কৃত্রিম কিডনী) প্রবেশ করানো এবং রক্তকে শোধন করা এরপর পুনরায় দেহে প্রবেশ করানো। কিছু কিছু ক্যামিকেল ও খাদ্য উপাদান রক্তে ঢুকানো হয়; যেমন সুগার ও লবণ জাতীয় দ্রব্য।

ফতোয়া কমিটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞেসে করার মাধ্যমে ডায়ালেসিস এর করার পদ্ধতি অবগত হওয়ার পর ফতোয়া দিয়েছেন যে, উল্লেখিত ডায়ালেসিস এর মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ হবে।

আল্লাহই উত্তম তাওফিকদাতা।[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল:

যে ব্যক্তির কিডনি ডায়ালেসিস করা হচ্ছে রক্ত বের হওয়ার কারণে তার ওজু কি ভঙ্গ হবে? ডায়ালেসিসকালে সে কিভাবে রোযা রাখবে, কিংবা নামাযের সময় হলে নামায পড়বে?

উত্তরে তিনি বলেন:

ওজু ভঙ্গ হবে না। আলমেদরে মতামতগুলোর মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছে- শুধু দুইটি পথ ব্যতরিকে মানুষরে দহেরে অন্য কোন স্থান থকেে কছিু বরে হলে ওজু ভাঙ্গে না। পায়ুপথ ও মুত্রপথ দয়িে কছিু বরে হলইে ওজু নষ্ট হব। সটো পশোব হোক কংিবা মল হোক কংিবা বায়ু হোক। এ দুই পথ দয়িে যটোই বরে হোক না কনে ওজু ভঙ্গে যাব।

এ দুই পথ ছাড়া অন্য কোন স্থান থকেে কোন কছিু বরে হলে সটো কম হোক কংিবা বশেি হোক যমেন- নাক দয়িে রক্ত পড়া, ক্ষতস্থান থকেে রক্ত ঝরা, এতে ওজু ভাঙ্গব না। এর ভত্তিতিে বলা যায় কডিনি ডায়ালসেসি এর কারণে ওজু ভাঙ্গব না।

নামায আদায়রে ক্ষত্রেে অসুস্থ ব্যক্তি দুই ওয়াক্তরে নামায একত্রে আদায় করতে পারনে; জোহর ও আছর একত্রে এবং মাগরবি ও এশা একত্র। ডাক্তাররে সাথে এভাবে সমন্বয় করে নবিনে যাতে কর, ডায়ালসেসি করতে অর্ধদনিরে বশেি সময় না লাগে এবং ডায়ালসেসি এর কারণে ওয়াক্তমত জোহর ও আসররে নামায পড়া না যায়। যমেন তনিি ডাক্তারকে বলতে পারনে, মধ্যদুপুররে এতটুকু সময় পরে ডায়ালসেসি শুরু করবনে, যতটুকু সময়রে মধ্যে আমি যোহর ও আসররে নামাযদ্বয় পড়ে নতিে পারি। কংিবা বলবনে: আগভোগইে ডায়ালসেসি শুরু করুন; যাতে করে আসররে ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়ার আগে আমি যোহর ও আসর নামায পড়ে নতিে পারি। অর্থাৎ তার জন্য দুই ওয়াক্তরে নামায একত্রে পড়া জায়যে; তবে যথাসময়ে নামায আদায় করতে হব। তাই, তাকে সরাসরি ডাক্তাররে সাথে সমন্বয় করে নতিে হব।

আর রোযা রাখার হুকুমরের ব্যাপারে আমি দ্বধিাদ্বন্দে আছি। কখনো কখনো বলি: ডায়ালসেসি শংিগা লাগানোর মত নয়। শংিগার ক্ষত্রেে তো শরীর থকেে রক্ত বরে করা হয়, শরীরে কোন রক্ত প্রবশে করানো হয় না; হাদসি অনুযায়ী যা রোযা ভঙ্গকারী। পক্ষান্তর, ডায়ালসেসি এর ক্ষত্রেে শরীর থকেে রক্ত বরে কর, পরস্কিার করে আবার শরীরে প্রবশে করানো হয়। কন্তিু, আমার আশংকা হয় য, ডায়ালসেসি এর মধ্যে এমন কছিু খাদ্যউপাদান থাকে যগেুলোর কারণে পাহাহাররে প্রয়োজন হয় না। যদি আসলইে এমন কছিু উপাদান থকেে থাকে তাহলে ডায়ালসেসি এর কারণে রোজা ভঙ্গ হব। য ব্যক্তকিে জীবনভর ডায়ালসেসি করতে হয় স ব্যক্তরি হুকুম হবে ঐ রোগীর মত যার সুস্থ হওয়ার আশা নইে। এমন রোগী প্রতদিনিরে রোযার পরবির্তে একজন মসিকীনকে খাওয়াবনে। আর যদি ডায়ালসেসি কখনও লাগে কখনও লাগে না এমন হয় তাহলে এমন রোগী ডায়ালসেসি এর সময় রোযা ভাঙ্গবনে এবং পরবর্তীতে আদায় করে নবিনে।

আর যদি ডায়ালসেসি এর মধ্যে য উপাদানগুলো দয়ো হয় এগলো খাদ্য উপাদান না হয়; শুধু রক্তকে পরশিোধতি করা হয় তাহলে এটি রোযা ভঙ্গ করবে না। এমন হলে রোযা রখেে ডায়ালসেসি করা যতেে পার। এ বষিয়ে ডাক্তারদরেকে জজ্ঞিসে করতে হব।]সমাপ্ত]

[মাজমু ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (২০/১১৩)]

সারকথা হচ্ছে:

যে ব্যক্তি কিডনি ডায়ালসেসি করাতে বাধ্য আক্রান্ত সে ব্যক্তি তার ডায়ালসেসি এর দিনগুলোতে রোযা রাখবে না। পরবর্তীতে যদি এ ব্যক্তি এ রোযাগুলোর কাযা করতে পারে কাযা করবে। আর যদি কাযা করতে না পারে তাহলে সে ব্যক্তির হুকুম যে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি রোযা রাখতে পারে না তার হুকুমের ন্যায়- রোযা না রেখে প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খাওয়াবে।